হতাশা আর দুশ্চিন্তায় স্বজনরা, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আকাশ উদ্দিন নামের এক আদম ব্যবসায়ীর লোভনীয় ও মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭ যুবক।

সৌদির আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ঘরে আটক অবস্থায় রয়েছেন তারা। সারাদিনে একবার খাবার পেলেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তায় তারা তাদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন।

খোঁজখবর না পেয়ে স্বজনরাও এখন দিশেহারা। আদম ব্যবসায়ী মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানা ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীদের পরিবার। শনিবার দুপুরে গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে জানা গেছে, আরামদায়ক কাজ, ভালো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিদ্দুসের ছেলে লিংকন, জাহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব, আনারুল ইসলামের ছেলে বাসারুল ইসলাম, কোদালকাটি গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে তাইমুদ্দিন, সিন্দুরকোটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে শুরুজ আলি, মটমুড়া গ্রামের নাইম ও জিনারুল ইসলামসহ অনেক যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিন।

সিন্দুরকোটা, কোদালকাটিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ মাস আগে প্রত্যেকের সঙ্গে সাড়ে ৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ৯ যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান আকাশ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে ওই যুবকদের পরিবারের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন আকাশ। সন্তানের কষ্ট দেখে প্রত্যেক পরিবার আবারও ৫০ হাজার টাকা করে দেন। সেই টাকা নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন আকাশ।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করে কাজে লাগানোর কথা থাকলেও সাত মাস পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ দেয়নি দালাল আকাশ। এখন

পরিবারের সদস্যরা ছেলেদের খোঁজ নিতে আকাশের বাড়িতে গেলে তিনি তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বিদেশে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের সন্তানরা এখন বিদেশের মাটিতে বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে ভুক্তভোগী ৭ যুবক ভিডিও পাঠাচ্ছেন পরিবারের কাছে। দালালের লোকজন তাদের একটি ঘরে আটকে রেখে দিনে একবেলা খাবার দিচ্ছে। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন মা-বাবা ও স্বজনরা। তারা নিজেদের সন্তানদের চুক্তিমতো কাজ ও ভালো বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানব পাচারকারী আকাশ দালালের বিচার দাবি করেছেন। গত শনিবার গাংনী থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আকাশ উদ্দিন বলেন, “তাদের আমি বিদেশে পাঠিয়েছি। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, এখন বাড়িতে চলে এসেছি। তবে তারা কষ্টে নেই। চুক্তি অনুযায়ী তাদের তিন মাসের আকামা করে দিয়েছি।”

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার জানান, পাঁচজন ভুক্তভোগী থানায় এসে আকাশ নামের এক আদম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগীদের আবেদনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, বিদেশে নিয়ে যেসব যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে, তাদের পরিবার অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে।

মেহেরপুরের পূর্ব সিংহাটিতে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার

অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পূর্ব সিংহাটি গ্রামের বাঘমারা মাঠে শত্রুতামূলকভাবে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। গত বুধবার বিকেলে জমির মালিক সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম এ অভিযোগ করেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে তরিকুল ইসলাম ৩১ কাঠা জমিতে চায়না কমলার বাগান গড়ে তোলেন। গত তিন বছর ধরে তিনি ওই বাগানের কমলা বিক্রি করে আসছেন। গত বছর বাগান থেকে তিনি প্রায় ৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার কমলা বিক্রি করেছেন। বর্তমানে প্রতিটি গাছে প্রচুর পরিমাণে কমলার গুটি এসেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গত শনিবার পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলাম তার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের জমিতে থাকা চায়না কমলার গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকটি গাছ পুড়ে যায়।

ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমান বলেন, গাছ পোড়ানোর বিষয়ে মুঠোফোনে রবিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন। পরে বুধবার দুপুরের দিকে বাগানের আরও দুটি কমলার গাছ কেটে তছরুপ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, “আমি কর্মসূত্রে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছি। তবে শত্রুতামূলকভাবে আমার এ ক্ষতি যিনি করেছেন, আমি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচার দাবি করছি।”

অভিযোগের বিষয়ে রবিউল ইসলাম বলেন, “তরিকুল ইসলাম আমার আপন বোনের ছেলে। তাদের সঙ্গে আমার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আমার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেওয়ার সময় পাশাপাশি জমি হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আগুনের তাপে তিনটি কমলার গাছ পুড়ে গেছে। তবে আমার বিরুদ্ধে গাছ কাটার যে অভিযোগ উঠেছে তা মিথ্যা। গাছ আমি কাটিনি। তৃতীয় কোনো পক্ষ আমাদের বিরোধকে স্থায়ী করার জন্য এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।”

উল্লেখ্য, রবিউল ইসলাম ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমানের আপন বড় ভাই।

স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান, পারিবারিকভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন। তবে এ বিরোধের পরিসমাপ্তি কীভাবে হবে, তা নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণে উত্তেজনা, জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ইউপি সদস্যদের ওপর হামলা ও ভিজিএফের চাল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে সরকারের বরাদ্দকৃত ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন অভিযোগ করেন, দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত চালের একটি অংশ জামায়াতের কিছু নেতাকর্মী দাবি করেন। দাবি পূরণ না হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সুজাউদ্দিন বলেন, “দুঃস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল জামায়াত নেতাদের না দেওয়ায় তারা আমার ওপর হামলা চালায়।”

তিনি আরও বলেন, “যদি তাদের তালিকাভুক্ত কোনো দুস্থ ব্যক্তি থাকত, তাহলে নাম দিলে যাচাই-বাছাই করে চাল দেওয়া হতো। কিন্তু কোনো তালিকা ছাড়াই জোরপূর্বক চাল নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।”

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে কিছু ব্যক্তি জোরপূর্বক চাল নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক মন্তব্য এড়িয়ে যান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বক্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রকাশ করা হবে।

পেশাগত কাজে বাধার অভিযোগে ডিসির নিউজ বয়কটের ঘোষণা

সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের প্রতিবাদে একটি অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন সাংবাদিকরা। পরে জরুরি সভা করে জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের ঘোষণা দেন তারা।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে যৌন হয়রানি (ইভটিজিং), বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, মাদক, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আত্মহত্যা প্রতিরোধ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা মঙ্গলবার বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বিকেল ৪টার দিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

এতে দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড রোদ ও গরমে অপেক্ষা করতে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা এবং মসজিদের ইমামদের।

বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠান শুরু হলে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ভিডিও ধারণ করছিলেন। এসময় জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের ভিডিও ধারণ বন্ধ করতে বলেন এবং দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি সাংবাদিক কন্ট্রোল করবেন।” সাংবাদিকদের অভিযোগ, জনসম্মুখে মাইকে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান বয়কট করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরে তারা দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে জরুরি সভায় মিলিত হন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, “বিষয়টি দুঃখজনক।”

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চুরির অভিযোগে দুদু (২২) নামে এক যুবক গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। নিহত দুদু আলমডাঙ্গা উপজেলার আসাননগর গ্রামের মিজানুরের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক। তার এক সন্তানের বয়স মাত্র ৪ মাস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাউসপুর গ্রামের হাফিজুরের ছেলে অন্তুর একটি ভ্যান গত শুক্রবার রাতে চুরি হয়। এ ঘটনায় দুদুর বিরুদ্ধে

সন্দেহ করা হলে রোববার সকালে সুমন, আশিক, বায়োজিদ, রফিক ও শাকিলসহ কয়েকজন দুদুর বাড়িতে গিয়ে তার মাকে হুমকি দেয়। তারা বলে, “যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।”

অভিযোগ রয়েছে, রোববার রাত ৯টার দিকে সংঘবদ্ধভাবে দুদুকে তুলে নিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে আলমডাঙ্গার হাউসপুর এলাকার শরিফুলের ক্লিনিকে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর অভিযুক্তরা কৌশলে মরদেহটি হাউসপুর বটতলা এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে রাত ১১টার দিকে আলমডাঙ্গার হাউসপুর ব্রিজের নিচ থেকে দুদুর মরদেহ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে স্থানীয় সচেতন মহল মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারবহির্ভূত বর্বরতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, গত শুক্রবার দুদুর বাড়িতে চারজন যুবক গিয়ে তাকে মৃত্যুর হুমকি দেয়। তারা বলে, “ভ্যান চুরি করেছিস, খুঁজে না পেলে তোকে মেরে দেবো।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, “আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যে কোনো অপরাধের বিচার আইনের মাধ্যমেই হতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।”

দর্শনার রাঙিয়ারপোতা থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন রাঙিয়ারপোতা গ্রাম থেকে দিনের বেলায় এক স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ওই স্কুলছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। থানা পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দর্শনা থানার রাঙিয়ারপোতা গ্রামের মো. শাহিন মিয়ার মেয়ে পার্শ্ববর্তী সিংনগর গ্রামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। রোববার সকাল ৯টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে রাঙিয়ারপোতা গ্রামের ঘোনাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় অপহৃত ছাত্রীর পিতা মো. শাহিন মিয়া দুপুরে বাদী হয়ে একই গ্রামের বিল্লাল মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ হোসেন (২০)-কে প্রধান আসামি করে দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “এ ঘটনায় আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি এবং ভুক্তভোগীকে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।”

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় জমি দখলের চেষ্টা ও পেঁপে গাছ কর্তনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে প্রায় ছয় যুগেরও বেশি সময় ধরে ভোগদখলে থাকা জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কর্তন এবং লাগানো ঘাস কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নজু গংয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিরাজ করছে। ঘটনার পর

সুষ্ঠু বিচার ও পারিবারিক নিরাপত্তা চেয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দলিল সূত্রে জমিটির মালিক বাবর আলীর সন্তানরা। তবে কয়েক মাস ধরে আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণের সঙ্গে অপর পক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং থানায় বসে আপস-মীমাংসাও করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধের জেরে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

ভুক্তভোগী বাবর আলীর ওয়ারিশ মো. রাজু আহমেদ জানান, তার বাবা ও চাচারা তাদের বড় চাচা মো. জাবের আলীর কাছ থেকে সাব-কবলা রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে মোট ৪.৪৩ একর জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন। প্রায় ৭৪ বছর ধরে ওই জমি তাদের পরিবার শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছে এবং সেখানে চাষাবাদ করছেন।

কিন্তু একই গ্রামের আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণ মো. নজরুল ইসলাম (নজু), মো. আহসান হোসেন (আসান), মো. বাদল, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. সাইদুল, মো. সাইফুল, মো. শরিফুল ইসলাম (শরীফ), মো. আসাদুল ইসলাম, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (তেলু), মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. আরিফুল ইসলাম ও মো. ছানোয়ার হোসেন (ছানু) ২০২৫ সালের আগস্ট মাস থেকে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বিবাদীরা একাধিকবার জমিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছে, চাষাবাদে বাধা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছে। তবে তারা যদি প্রকৃত মালিক হয়, তাহলে কাগজপত্র দেখিয়ে আইনি বা সামাজিকভাবে বিষয়টি সমাধান করতে পারে। কিন্তু ফসল নষ্ট করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিযোগে বলা হয়, গত শুক্রবার ছয়ঘরিয়া মাঠে বিবাদীরা জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালায় এবং জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কেটে ও লাগানো ঘাস তুলে নিয়ে যায়।

এর আগে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজু, তার বাবা আব্দুর রশিদ ও চাচাতো ভাই মিলন জমি চাষ করতে গেলে নজু গংয়ের লোকজন সেখানে

গিয়ে তাদের মারধর করে জোরপূর্বক জমি থেকে বের করে দেয় এবং চাষাবাদ বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পারকৃষ্ণপুর মৌজার ময়না গাড়ি মাঠে অবস্থিত আরেকটি জমিতে একইভাবে আব্দুর রশিদ, রাজু ও মিলনকে মারধর করে জমি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অবৈধ ভূমি দখলের বিষয়টি স্থানীয় থানা বিএনপির সভাপতির কাছে জানানো হলে তিনি গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। ভুক্তভোগীরা তাদের বৈধ দলিল উপস্থাপন করলেও অভিযুক্ত পক্ষ জমির মালিকানার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি বলে দাবি করা হয়। এ সময় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অভিযুক্তদের অবৈধভাবে জমি দখল থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।

পরে নিরুপায় হয়ে ভুক্তভোগীরা ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আইনগত সহায়তা চান। পুলিশ সুপার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পরে থানায় উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করে বাবর আলীর ওয়ারিশদের দখলে জমি থাকবে মর্মে আপস-মীমাংসা করা হয়।

তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আপসনামায় স্বাক্ষরের পরও বিবাদীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পুনরায় জমিতে চাষাবাদে বাধা দিচ্ছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে ভুক্তভোগী পক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ও ১০৭ ধারায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত নজু বলেন, “আমাদের জমি ফাঁকি দিয়ে তারা কাগজপত্র করে দীর্ঘদিন ভোগদখল করে আসছিল। এখন আমরা কাগজপত্র পেয়ে আমাদের পাওনা জমি দখলে নিয়েছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানে ভুক্তভোগী ও এলাকাবাসী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় পরীক্ষার হলে অনিয়ম; কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে পরীক্ষায় অনিয়ম ও বিশেষ সুবিধা প্রদানের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক শিক্ষক। আজ রোববার তিনি এ অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মোক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) ইয়াসির আরাফাত গত ১৭ মে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৩০১ নম্বর কক্ষে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন, পরীক্ষা চলাকালে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এক শিক্ষার্থীর কারণে তার দায়িত্বের সময় অতিরিক্ত ৪৫ মিনিট বৃদ্ধি করা হয়।

লিখিত অভিযোগে আরও বলা হয়, দায়িত্ব পালনকালে বাহিরাগত এক ব্যক্তি ওই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার চেষ্টা করেন। এতে বাধা দিলে ওই ব্যক্তি ক্ষুব্ধ আচরণ করেন। পরে নিজেকে ADPEO পরিচয়দানকারী এক নারী এসে ওই শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষক ইয়াসির আরাফাত অভিযোগ করেন, তিনি এতে সম্মতি না দিলে তাকে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং অপমানজনক কথাবার্তাও বলা হয়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্র সচিবকে নিয়ে এসেও অনুরোধ ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে চাপ প্রয়োগ করা হয়।

অভিযোগপত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন, পরীক্ষা চলাকালে যেখানে বাহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানে দুইজন বাহিরাগত ব্যক্তি

প্রবেশ করেন, যা পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালার পরিপন্থী বলে তিনি দাবি করেন।

এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ওই শিক্ষক।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, “এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

শৈলকুপায় দলিল লেখক শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারী,সাধারণ দলিল লেখক এবং নিরীহঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করছেন বলে সম্প্রতি নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজিআর) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের অনুলিপি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী,ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার এবং শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রারকেও পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়,শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ১৫৯ নম্বর লাইসেন্সধারী দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.

শাহাবুদ্দিন সাবু তার রাজনৈতিক পরিচয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন। তার কোনো অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করলেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সম্প্রতি নতুন যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রারের সাথেও তিনি চরম অসদাচরণ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে,বর্তমানে স্থানীয় দলিল লেখক সমিতির কোনো বৈধ কমিটি না থাকলেও ওই লেখকের একক ইশারায় চলছে একটি অবৈধ সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রতিটি দলিল থেকে সমিতির নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন আদায় করা হচ্ছে। শাহাবুদ্দিন সাবুর এই সিন্ডিকেটের কারণে অন্য দলিল লেখকরা তটস্থ থাকেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পান না বলেও অভিযোগে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি শরিকানা জমির ওপর আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা ও মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও দলিল লেখক মো.শাহাবুদ্দিন সাবু তার পেশিশক্তি ও বিপুল অঙ্কের অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন।

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক দলিল লেখক বলেন,‘অভিযুক্ত শাহাবুদ্দিনের তৈরি করা নিয়মের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানষের পক্ষে সহজে দলিল সম্পাদন করা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এর ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা যেমন হয়রানির শিকার হচ্ছেন,তেমনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় সরকারের রাজস্ব আহরণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অফিসের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানষের দুর্ভোগ লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।’

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,‘আমি শৈলকুপার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আর অফিসের অরাজকতা দেখেই আমি এই অভিযোগটি দিয়েছি। যেহেতু অভিযুক্ত দলিল লেখকের রাজনৈতিক প্রভাব ও বড় একটি সিন্ডিকেট রয়েছে,তাই নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি অভিযোগে আমার বিস্তারিত পরিচয় ও স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করিনি। তবে আমি চাই এই অনিয়ম বন্ধ হোক এবং অফিসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক।’

এ বিষয়ে জানতে দলিল লেখক মো. শাহাবুদ্দিন সাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে একটি মহল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

দিয়েছে।’

ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার সাব্বির আহমেদ বলেন,এবিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।’

বিএডিসি বারাদী খামারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার বিএডিসি বারাদীতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, জীবননগরের জাকাউল্লাহ অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ১ লাখ ৪১ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ পায়। কার্যাদেশ পাওয়ার পর প্রায় দুই মাসে মোট কাজের প্রায় ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চলমান নির্মাণকাজে গ্রেড বিম ও কলাম ঢালাইয়ে ব্যবহৃত স্টোন চিপস (পাথর কুচি), রড এবং প্রাচীর গাঁথুনির ইট নিম্নমানের ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিযোগটি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খানের নজরে গেলে তার নির্দেশে বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নির্মাণকাজ পরিদর্শনে যান।

পরিদর্শন শেষে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “প্রাচীরের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইট নিম্নমানের। এতে প্রাচীরের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সিডিউলে ১ নম্বর ইট ব্যবহারের কথা থাকলেও সেখানে ২ ও ৩ নম্বর ইট ব্যবহার করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “ঢালাই কাজে ব্যবহৃত স্টোন চিপসের মধ্যে

অতিরিক্ত বড় আকারের গোল পাথর রয়েছে, যা মানসম্মত নয়। আমরা সংশ্লিষ্টদের পরবর্তী কাজ সিডিউল অনুযায়ী সম্পন্ন করার পরামর্শ ও সতর্ক করেছি। অন্যথায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মাহফুজুর রহমান বলেন, “ইটের বিষয়ে ভাটার শ্রমিকদের অবহেলার কারণে এমনটি হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করা হবে।”